কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 11 APR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... 2 ...

রাজশাহীতে প্রাথমিক শিক্ষক বদলি নিয়ে বাণিজ্যের অভিযোগ

রফিকুল ইসলাম, রাজশাহী ▷

রাজশাহী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কাশেমের বিরুদ্ধে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলি নিয়ে ব্যাপক বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বাধা উপেক্ষা করে এক উপজেলা থেকে আরেক উপজেলায় শিক্ষক বদলি করা হচ্ছে। আর এ জন্য ১০ হাজার টাকা থেকে লাখ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, গত জানুয়ারি থেকে এভাবে শিক্ষক বদলি চলছে। এ নিয়ে শিক্ষকসহ জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানে জানা গেছে, সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী বছরের শুরুতেই জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত কেবল অভ্যন্তরীণভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলি করা যাবে। তবে রাজশাহীতে অভ্যন্তরীণ বদলির পাশাপাশি এখন শুরু হয়েছে এক উপজেলা থেকে আরেক উপজেলায় বদলি। এই দুই বদলির ক্ষেত্রেই আদায় করা হচ্ছে অর্থ। এভাবে চলতি বছরে জেলাজুড়ে অন্তত অর্ধশতাধিক শিক্ষক বদলি করে বিপুল অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষকরা। এ অভিযোগ উঠেছে স্বয়ং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কাশেম থেকে শুরু করে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু মানবিক দিক বিবেচনা করে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা শিক্ষকদের বদলির সুপারিশসহ প্রস্তাবনাপত্র দিলেও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছ থেকে অনুমতিপত্র নিতে গিয়ে দিতে হচ্ছে অর্থ। সে ক্ষেত্রে ১০ হাজার থেকে শুরু করে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী শিক্ষকরা।

> আদায় হচ্ছে ১০ হাজার থেকে লাখ টাকা

বিষয়টি স্বীকার করে এক উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করা শর্তে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা বদলির প্রস্তাবপত্র জেলা শিক্ষা অফিসে পাঠাই। সেখান থেকে পুনরায় অনুমতিপত্র আসার পরেই চূড়ান্তভাবে বদলি করা হয়। কিন্তু জেলা থেকে অনুমতিপত্র নিতে গিয়ে শিক্ষকরা আর্থিকভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে আমাদের কাছেও কখনো কখনো অভিযোগ করেন। কিন্তু সেখানে আমাদের কোনো হাত থাকে না।'

পবা উপজেলার একজন শিক্ষক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে অভিযোগ করে বলেন, 'ব্যাপক বাণিজ্যের মাধ্যমে গত তিন মাসে পবা থেকে সাতজন শিক্ষককে বদলি করে নগরীতে (বোয়ালিয়া উপজেলা) দেওয়া হয়েছে। আবার পবার বাইরে থেকেও পাঁচজন শিক্ষককে এ উপজেলায় বদলি করা হয়েছে। আরো কয়েকজনকে পেছনের তারিখ দেখিয়ে বদলি করার প্রক্রিয়া চলছে। এর সবই করছেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা।'

আরেক শিক্ষক নেতা কালের কণ্ঠকে অভিযোগ করে জানান, অভ্যন্তরীণ বদলির ক্ষেত্রে আদায় করা হচ্ছে ১০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত। আর এক উপজেলা থেকে আরেক উপজেলায় বদলি করতে ৫০ হাজার থেকে শুরু করে সেটি দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকছে। এই টাকা আদায়ের মূল দায়িত্ব পালন করছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কাশেম নিজেই।

এদিকে পবায় নিয়মবহির্ভূতভাবে অন্য উপজেলা থেকে শিক্ষক বদলি করে পাঠানো নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যেও চরম ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে গতকাল শিক্ষক প্রতিনিধিরা স্থানীয় (রাজশাহী-৩) সংসদ সদস্য আয়েন উদ্দিনের কাছেও অভিযোগ করেন।

বিষয়টি স্বীকার করে এমপি আয়েন উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমি নিজেও একাধিকবার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে জানিয়েছি। কিন্তু তিনি আমার কথাও শুনছেন না। তিনি অর্থের বিনিময়ে বাইরে থেকে আমার উপজেলায় শিক্ষক বদলি করছেন। এটি বন্ধ হওয়া দরকার। তা না হলে শিক্ষকদের মাঝে ক্ষোভ আরো ব্যাপক হারে দানা বেঁধে উঠবে।'

এদিকে নগরীর বোয়ালিয়া থানা এলাকায় বদলি হয়ে আসা একাধিক শিক্ষক নিশ্চিত করেন, বদলির ক্ষেত্রে কখনো কখনো উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারাও অর্থ আদায় করে থাকেন। তবে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে অর্থ না দিলে কোনো বদলি আদেশ কার্যকর করেন না তিনি।

অর্থের বিনিময়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সম্প্রতি পবা ও আরো কয়েকটি উপজেলা থেকে অন্তত সাতজন শিক্ষককে বোয়ালিয়ায় বদলি করার ব্যবস্থা করেছেন। এ ক্ষেত্রে বদলি হয়ে আসা শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার নিয়ম থাকলেও সেটিও লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

জানতে চাইলে বোয়ালিয়া প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রাখি চক্রবর্তী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কিভাবে বাইরের উপজেলা থেকে শিক্ষকরা বদলি হয়ে এখানে আসছেন, তা আমি বলতে পারব না। এটি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা স্যারই বলতে পারবেন। আমার কাছে বদলি হয়ে আসা শিক্ষকরা শুধুমাত্র যোগদানের অনুমতি নিতে আসেন। আমি হয়তো তাতে স্বাক্ষর করছি।' জেলার পুঠিয়া উপজেলার আরেক শিক্ষক নেতা জানান, অর্থের বিনিময়ে গত তিন মাসে অন্তত অর্ধশতাধিক শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে। এটি করতে গিয়ে কখনো কখনো উপজেলার জ্যেষ্ঠ শিক্ষকরা বদলি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কোনো কোনো শিক্ষক এক থেকে দুই বছর আগে বদলি হওয়ার জন্য আবেদন করেও ব্যর্থ হচ্ছেন। আবার অর্থ নিয়ে কাউকে কাউকে আবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই বদলি করা হচ্ছে তাঁর কাঙ্ক্ষিত স্কুলে।'

এসব প্রসঙ্গে জানতে চাইলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কাশেম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কারো স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলে এ ধরনের অভিযোগ তোলা হয়। তাই হয়তো তাঁরা আমার বিরুদ্ধে বদলি নিয়ে ৫০ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত আদায়ের অভিযোগ তুলেছেন। তবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ হতেই থাকবে, এর মধ্য দিয়েই আমাদের চলতে হবে।'